দৈনিক সংবাদ

002

JUL 1987
পৃষ্ঠা ৮

কমন প্রশ্নপত্রের রাজনীতি প্রসঙ্গে

গত ৭ই আষাঢ়, ১৩৯৪ প্রকাশিত দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলামে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি' অনুষদ সম্পর্কিত মন্তব্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আপনাদের মতামতের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বলছি উক্ত কলামে প্রকাশিত মন্তব্য ভুল এবং বিকৃত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত যা শুধু আমাদেরকে নয় গোটা দেশের ছাত্র সমাজের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করেছে। আমরা এর প্রতিবাদ করছি এবং সত্য ঘটনা তুলে ধরছি।

গত ৯ই জুন কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিতে গিয়ে ছাত্ররা দেখতে পেল প্রশ্নপত্রের অধিকাংশই ছিল শ্রেণীতে পঠিত বিষয়ের বহির্ভূত। তখন তারা পরীক্ষা পরিদর্শনের কাজে নিয়োজিত শিক্ষকদের মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। শ্রেণী শিক্ষককে না পাওয়ায় তারা বিভাগীয় প্রধান এবং অনুষদের ডীনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। তাৎক্ষণিক ভাবে এঁদের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। সে অবস্থায় ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসে। সে সময় অনুষদের অন্যান্য বর্ষের ছাত্ররা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হন। উভয়পক্ষের বাদানুবাদের এক পর্যায়ে প্রধান পরিদর্শক উক্ত দিনের পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত সংকট আপাততঃ এখানেই শেষ হয়। অথচ সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে, "পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে কমন প্রশ্ন ছিল না, এটাই ছাত্র বিক্ষোভের মূল কারণ" এ কথাটা সত্যের অপলাপমাত্র।

আসলে ছাত্র বিক্ষোভের মূল কারণ অন্যত্র। দীর্ঘদিন যাবৎ এ অনুষদের চাকরি সমস্যা রয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা-তদবির করেও এ সমস্যার সুরাহা হয়নি। প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ অনুষদে যারা ভর্তি হয় তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে কোন অংশেই কম মেধাসম্পন্ন হয়। বরং ভর্তি পরীক্ষার মেধা তালিকায় এরা প্রায়ই ওপরের দিকে থাকে। অনুষদ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ২২/২৩ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিভিন্ন সময়ে সরকারী অবহেলা ও অন্যান্য কারণে এই পেশা এদেশে এখনও তার স্বকীয়তা এবং কর্মদক্ষতা প্রমাণ করতে পারেনি। এ অবস্থা নিরসনে অত্র অনুষদের ছাত্র/শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁরা গত ১৬ই এপ্রিলে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছেন। অথচ এখন পর্যন্ত তেমন কোন আশ্বাস বা সাড়া পাননি। যার কারণে মানসিকভাবে পর্যুদস্ত এই অনুষদীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। আর তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৯ই জুন। সুতরাং ছাত্র বিক্ষোভের সঙ্গে কমন প্রশ্নপত্রের কোন প্রকার সংশ্রব নেই।

১৫ই জুন শিক্ষকদের একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে রেখে উক্ত কক্ষে বোমা ফাটানোর প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং আমাদেরকে বিস্মিত করেছে। ১৫ই জুন এ ধরনের কোন ঘটনাই বা,কৃ,বি-তে ঘটেনি। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে—১৪ই জুন কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের মাননীয় শিক্ষকবৃন্দ অনুষদের ডীন মহোদয়ের কক্ষে ৯ই জুনের ঘটনা পর্যালোচনা করার জন্য সমবেত হন। এই সময় অনুষদীয় সকল ছাত্র-ছাত্রী ৯ই জুনের ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্তের দাবী করে এবং ক্যাডার সার্ভিস ও ডাইরেকটরেট-এর দাবী সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পেশকৃত স্মারকলিপির অনুলিপি শিক্ষকদের নিকট প্রদান করে। শিক্ষকবৃন্দ তাদের এসমস্ত সমস্যা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কোন সমাধান দিতে ব্যর্থ হন। দীর্ঘদিনের সমস্যা-জর্জরিত অনুষদীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে এবং এ সমস্ত সমস্যা সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে শিক্ষকবৃন্দ উপাচার্যের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন। ছাত্রদের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে বা তাদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে তারা পদত্যাগ করেননি। বরঞ্চ বলা যায়, এটা ছিল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক এবং সম্মিলিত প্রতিবাদ।

প্রকাশিত সংবাদে একটি বিষয়ে আমাদের সংশয় রয়েছে। লেখা হয়েছে, "ছাত্ররা এখনও অনমনীয় রয়েছে, ক্যাম্পাসে মিছিল-মিটিং চলছে। বোমা ফাটছে।" ছাত্ররা অনমনীয়...এ কথার সত্যতা স্বীকার করেই বলছি, আমরা অনমনীয় কিন্তু তার মানে এই নয় যে, জোর-জবরদস্তি করে আমরা আমাদের সংঘবদ্ধ শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছি নোংরাভাবে। বরং আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবসময়ই অনমনীয় এবং ছাত্র সমাজের চিরকালের রূপই এটা। এবং জন্যেই আমরা গঠনমূলক আন্দোলনের প্রক্রিয়া হিসেবে মিছিল-মিটিং চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এর সঙ্গে বোমা ফাটানোর কথা কাল্পনিক। বরং প্রতিদিনই ছাত্র-শিক্ষক আলোচনা চলছে এবং সম্পর্ক স্বাভাবিকতার দিকে এগুচ্ছে।

সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয়েছে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা না করে সহজ পাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে। দীর্ঘ ২২।২৩ বছরের যে পেশাটি এ দেশে কোনই গুরুত্ব পেল না এবং প্রতি বছরই সদ্য পাস করা বেকার কৃষি প্রকৌশলীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া কোনই প্রত্যক্ষ প্রভাব যারা রাখতে পারছে না, তাদের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে দেশের প্রভাবশালী এবং বহুল প্রচারিত একটি দৈনিক কিভাবে এমন মন্তব্য করে, তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। সাংবাদিকতা পেশার মহান দিকটি সম্পর্কে আমরাও জ্ঞাত। আমরাও চাই সত্যের স্বাভাবিক প্রকাশ। কোন কূট-তর্কের অবকাশ তৈরী না করে প্রকৃত ঘটনা সবাই জানুক-এটাই আমাদের প্রত্যাশা। প্রতিশোধপরায়ণ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নয়, আমরা চাই দেশের প্রধান ও মৌলিক সমস্যার কাজে লাগবে এমন একজন কৃষি প্রকৌশলী হতে, দেশ গড়ার একজন আদর্শ সৈনিক হতে। 'সহজ পাস' বা 'বোমা ফাটিয়ে' নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে আমরাও ঘৃণা করি।

কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের ছাত্র/ছাত্রীদের পক্ষে
মুস্তাফিজুর রহমান পারভেজ,
১০/পূর্ব ঈসাখাঁ হল,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।